জান্নাতের বাজার

হাদীসে এসেছে-

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا . يأتونها كل جمعة . فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم . فيزدادون حسنا وجمالا . فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا . فيقول لهم أهلوهم : والله ! لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا . فيقولون : وأنتم ، والله ! لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم.

আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জান্নাতে একটি বাজার থাকবে আর তাতে শুক্রবার দিন লোকজনের সমাগম হবে। সেখানে উত্তর দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হবে। এ বায়ুর প্রভাবে জান্নাতীদের রূপ ও সৌন্দর্য বেড়ে যাবে। এরপর যখন তারা তাদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে আসবে আর তারা তাদের রূপ-সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বলবে, সুস্বাগতম তোমাদের। আল্লাহ তাআলার কসম! আমাদের চেয়ে তোমার রূপ-সৌন্দর্য তো অনেক বেড়ে গেছে। এর জবাবে তারা বলবে, আল্লাহর শপথ! আমাদের চেয়ে তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। (বর্ণনায় : মুসলিম)

এ হাদীসটি থেকে আমরা যা জানতে পারলাম:

এক. জান্নাতে একটি বাজার থাকবে। তা বসবে সপ্তাহের শুক্রবারে। যাদের মনে চায় তারা সেখানে যাবে। পরস্পরে দেখা সাক্ষাত হবে।

দুই. এ বাজারের একটি বৈশিষ্ট হল, যে এখানে আসবে তার রূপ-সৌন্দর্য আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে।

তিন. বাজার থেকে ফিরে আসার পর সঙ্গী সাথিরা তাদের রূপ সৌন্দর্যের প্রশংসা করবে। আবার সেও তাদের রূপ-সৌন্দর্যের প্রশংসা করবে। এটা তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, প্রেম-ভালোবাসার একটি প্রকাশ। যা তাদের দাম্পত্য সুখ-শান্তি আরো বাড়িয়ে দেবে।

জান্নাতের নদ-নদী

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31)، (سورة الكهف)

যারা ঈমান এনেছে এবং স৷কাজ করেছে, নিশ্চয় আমি এমন কারো প্রতিদান নষ্ট করব না, যে সুকর্ম করেছে। এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে ¯^‡Y©i চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বিশ্রামস্থল ! (সূরা আল কাহফ, আয়াত ৩০-৩১)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، (سورة محمد: 15)

মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্নাধারা, যার ¯^v` পরিবর্তিত হয়নি। পানকারীদের জন্য my¯^v`y সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্নাধারা। তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা কি তাদের ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে ফলে তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে? (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ১৫)

জান্নাতের হুর সঙ্গী

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49)، سورة الصافات)

তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না, ডাগরচোখা। তারা যেন আচ্ছাদিত ডিম। (সূরা সাফফাত, আয়াত ৪৮-৪৯)

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (52) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (53) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (54)، (سورة ص)

এটি এক স্মরণ, আর মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে উত্তম নিবাস- চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ থাকবে তাদের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে তারা হেলান দিয়ে আসীন থাকবে, সেখানে তারা বহু ফলমূল ও পানীয় চাইবে। আর তাদের নিকটে থাকবে আনতনয়না সমবয়সীরা। হিসাব দিবস সম্পর্কে তোমাদেরকে এ ওয়াদাই দেয়া হয়েছিল। নিশ্চয় এটি আমার দেয়া রিয্ক, যা নিঃশেষ হবার নয়। (সূরা সাদ: ৪৯-৫৪)

জান্নাতের সুখ-শান্তি হবে স্থায়ী

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، سورة النساء: 57)

আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা হবে স্থায়ী। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গীগণ এবং তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব বিস্তৃত ঘন ছায়ায়। (সূরা নিসা, আয়াত ৫৭)

হাদীসে এসেছে-

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ، فيقولون : لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب

আবু সায়ীদ আল খুদরী রা. থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের বলবেন: হে জান্নাতবাসীগণ! তারা বলবে, উপস্থিত হে প্রভূ, সৌভাগ্য ও কল্যাণতো আপনারই হাতে। তারা বলবে, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছো? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কেন সন্তুষ্ট হবো না? আপনি আমাদের এমন নেয়ামত ও সূখ-শান্তি দিয়েছেন যা কখনো অন্য কাউকে দেননি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি কি তোমাদের এরচেয়ে উত্তম কোন কিছু দেব? তখন তারা বলবে, হে প্রতিপালক! যা দিয়েছেন তার চেয়ে আবার উত্তম কোন জিনিষ আছে কী? আল্লাহ তাআলা বলবেন, আজ থেকে আমার সন্তুষ্টি তোমাদের উপর স্থায়ী হয়ে গেল। আর কোন দিন তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না। (বর্ণনায়: বুখারী ও মুসলিম)

হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি লাভ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামাত। ব্যাপারটা আমরা এভাবে বুঝতে পারি, আপনি যদি কোন এক ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে চাকুরী করেন। আর সকল দায়ীত্ব কর্তব্য পালন করে যান, তাহলে সে আপনার প্রাপ্য পুরোপুরিভাবে আদায় করবে। আপনাকে নিয়মের মধ্যে থেকে পদোন্নতি দেবে। এরচেয়ে বেশী কি? কিন্তু তিনি যদি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে তার প্রিয় করে নেন, তাহলে ব্যাপারটা কত বড় হয়ে গেল। তখন শুধু নির্ধারিত বেতন আর পদোন্নতি নয়। পাবেন সব সুখ শান্তি, সম্মান, এমনকি কর্তৃত্বও।

এভাবেই আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জান্নাতের সুখ শান্তি দিবেন। কিন্তু যখন তিনি ঘোষণা করবেন আমি স্থায়ীভাবে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম, তখন এটার মর্যাদা ও আনন্দ যে কত বিশাল হবে সেটা শুধু তখনই অনুভব করা যাবে।আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করে আমাদের জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভূক্ত করুন।

হাদীসে এসেছে-

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا . وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا . وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا . وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل : { ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون } [الأعراف / 43] رواه مسلم.

আবু সায়ীদ ও আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত. তারা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জান্নাতে একজন ঘোষক ঘোষণা দেবে: তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। তোমরা চিরদিন জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যু আসবে না। তোমরা চিরদিন যুব থাকবে। বার্ধক্যে তখনো তোমাদের স্পর্ষ করবে না। তোমরা সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকবে। কখনো ক্ষুধার্ত হবে না। আর এটা আল্লাহ তাআলার সেই কথার বাস্তবায়ন : তাদেরকে ডেকে বলা হবে, ঐ হল জান্নাত। তোমরা যা কাজ করেছো, তার বিনিময়ে এর উত্তরাধিকারী করা হলো। (বর্ণনায় :মুসলিম)